



ইপিএফও-তে বড় পরিবর্তন, বেতন ১৫ হাজার থেকে বেড়ে হচ্ছে ২৫ হাজার!

নিজস্ব প্রতিবেদন: কর্মচারীদের সামাজিক সুরক্ষা আরও বাড়াতে বড় সিদ্ধান্তের পথে কেন্দ্রীয় সরকার। এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড এমপ্লয়িজ পেনশন স্কিম-এ মাসিক বেতনের সীমা ১৫ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ২৫ হাজার টাকা করার প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে অর্থ মন্ত্রক। তবে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হতে এখনও কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অনুমোদন প্রয়োজন।

এখনও পর্যন্ত যাদের মাসিক বেসিক বেতন ১৫ হাজার টাকা বা তার কম, তাদের জন্য EPF ও EPS-এ অন্তর্ভুক্ত হওয়া বাধ্যতামূলক। নতুন প্রস্তাব কার্যকর হলে যাদের বেসিক বেতন ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত, এবার থেকে সেই কর্মীরাও বাধ্যতামূলক সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের আওতায় চলে আসবেন। ফলে, বেসরকারি ক্ষেত্রে আরও বহু কর্মী প্রভিডেন্ট ফান্ড ও পেনশনের সুবিধা পাবেন।

সূত্রের খবর, প্রথমে এই সীমা ৩০ হাজার টাকা করার বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অর্থ মন্ত্রক ২৫ হাজার টাকার অনুমোদন করেছে। এবার সেই প্রস্তাব চূড়ান্ত

অনুমোদনের জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় পেশ করা হবে।

কর্মী ও সংস্থার উপর কী প্রভাব পড়বে?

- ১৫ হাজার থেকে ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত বেসিক বেতন পাওয়া কর্মীরাও বাধ্যতামূলকভাবে EPF ও EPS-এর আওতায় আসবেন। সংস্থাগুলিকে আরও বেশি কর্মীর জন্য PF ও পেনশন দিতে হবে।
 - ফলে কোম্পানিগুলির পে-রোল ও কমপ্লায়েন্স খরচ বাড়বে।
 - সরকারের খরচও বাড়বে।
- EPS-এ বর্তমানে নিয়োগকর্তা কর্মীর বেসিক বেতনের ৮.৩৩ শতাংশ এবং কেন্দ্র সরকার ১.১৬ শতাংশ অবদান দেয়। ফলে নতুন কর্মীরা যুক্ত হলে সরকারের আর্থিক ব্যয়ও বাড়বে।
- উল্লেখ্য, ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে EPS-এর জন্য ১১,১৪৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। বর্তমানে কুড়ি বা তার বেশি কর্মী রয়েছে এমন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে EPF ও EPS

বাধ্যতামূলক। ছোট সংস্থাগুলি চাইলে স্বেচ্ছায় এই প্রকল্পে যোগ দিতে পারে, তবে তাদের জন্য এটি বাধ্যতামূলক নয়। এই পরিবর্তন মূলত সংগঠিত বেসরকারি ক্ষেত্রের কর্মীদের জন্য প্রযোজ্য হবে। কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীরা পৃথক পেনশন ব্যবস্থার আওতায় থাকায় EPS-এর অন্তর্ভুক্ত নন।

কবে থেকে কার্যকর হতে পারে?

মন্ত্রিসভার অনুমোদন পেলেও নিয়মটি তৎক্ষণাৎ কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা কম। কারণ, সংস্থাগুলিকে তাদের পে-রোল ব্যবস্থা ও কমপ্লায়েন্স প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন আনতে সময় লাগবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে ২০২৭ সালের ১ এপ্রিল থেকে নতুন বেতনসীমা কার্যকর হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা।

উল্লেখ্য, ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে EPF-এর বেতনসীমা সংশোধন করে ৬,৫০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৫ হাজার টাকা করা হয়েছিল।

যোগ-এর কাজের পরিসর বৃদ্ধি পাবে

ড.জয়ন্ত কুমার দেবনাথ

‘জিম’ নয় যোগ-ই হলো আজকের দিনের সুস্বাস্থ্যের দিশারী। কথায় আছে ‘যোগ করুন নীরোগ্য থাকুন’। কোলকাতার রেড রোডে ভারতের বৃহত্তম ১২ তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস মহাসমারোহে পালিত হলো। এবছরের কোলকাতার যোগ দিবসের জন্য কোলকাতা কে বেছে নিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নিজে। তিনি গতকাল নিজে রেড রোডে উপস্থিত থেকে বিপুল মানুষকে যোগ ব্যায়াম এবং প্রাণায়ামের নেতৃত্ব দিয়েছেন। কোলকাতাকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বেছে নিয়েছেন এই কারণে যে, গত ১১ বছর এখানে যারা শাসনের নামে দুর্নীতি পরাশন সরকার পরিচালনা করেছেন, তাদের যোগ-এর মাহাত্ম্য বোঝার মতো ‘দেহ ও মন ছিলো না।’ যোগের ‘মাধ্যমেইতো দেহ ও মনের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে, তৈরী হয় নৈতিকতা, আধ্যাত্মিক চেতনা। গত ১৫ বছরের যে সরকার পশ্চিম বঙ্গে জগদ্দল পাথরের মতো সাধারণ মানুষের বুকের উপর চেপে বসে অর্থনীতিকে পঙ্গু করেছে, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের কঙ্কালসার চেহারা করেছে তারা কি করে যোগ এর মাহাত্ম্য বুঝবে! যোগ যে রাজ্যের বহু মানুষের কর্মসংস্থান করতে পারে, তা তাদের মাথায় কখনো আসেনি বোধহয়! তাইতো গত ১৫ বছরে বিগত সরকার স্কুলে স্কুলে যোগ অন্তর্ভুক্ত করে নি। ২০১৫ সালেই কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা দপ্তর রাজ্যে রাজ্যে বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়ে স্কুলগুলিতে যোগ শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছিলো। পশ্চিম বঙ্গ তা করেনি শুধু বিজেপি সরকারের নির্দেশ বলে। যেমনটা বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যে কম্পিউটার আসতে বাধা



দিয়েছিলো। ফলে কম্পিউটার শিক্ষায় পশ্চিম বঙ্গ বেশ কয়েক বছর পিছিয়ে শুরু করতে বাধ্য হয়েছিলো। বামফ্রন্ট সরকারের গোয়ার্ভুনি যেমন বাংলার শিক্ষিত যুব সমাজকে পিছিয়ে দিয়েছিলো, তেমনি গত ১১ বছর ধরে স্কুল গুলিতে যোগ-কে না আনায় একদিকে যেমন বহু প্রশিক্ষিত যোগ শিক্ষক কর্মসংস্থান থেকে বঞ্চিত হয়েছে, অপরদিকে বাংলার সাধারণ ঘরের ছাত্র ছাত্রীরা সুস্বাস্থ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে। বর্তমানে যোগ হলো সারা জীবন সুস্থ থাকার উপায়। আর কে না চায় সারা জীবন সুস্থ থাকতে! আজ থেকে ২৫-৩০ বছর আগে থেকেই ভারতের বহু ছেলেমেয়ে যোগ প্রশিক্ষণ নিয়ে, নিজেদের বিদেশের মাটিতে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বর্তমানে পশ্চিম বঙ্গ তথা ভারতেও যোগ- এর মাধ্যমে সুস্থ থাকার এক বিড়াত পরিসর রয়েছে। শুধু

দরকার সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে স্কুলগুলিতে যত দ্রুত সম্ভব যোগ শিক্ষা প্রবর্তন করা। পশ্চিম বঙ্গে এবার সরকারে পালাবদল ঘটেছে। এসেছে ডাবল ইঞ্জিন সরকার। তার উপর এবার সরকারের উদ্যোগে যেভাবে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নিজে কোলকাতার রেড রোডে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের নেতৃত্ব দিয়েছেন, তাতে যোগ ব্যায়াম গৃহস্তের ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে। এই সুযোগটা কাজে লাগিয়ে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় যোগ ব্যায়াম ওয়েলনেস সেন্টার গড়ে তুলতে হবে। এতে একদিকে যেমন সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটবে, তার সাথে সাথে অনেক কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে। এই সুযোগটাকে কাজে লাগাতে হবে।



গ্লাসগো কমনওয়েলথের সমাপ্তিতে ভারতের হাতে উঠল ২০৩০ আয়োজনের পতাকা



নিজস্ব প্রতিবেদন: জমকালো সমাপ্তি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শেষ হল গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমস ২০২৬। রবিবার স্থানীয় সময় অনুষ্ঠিত বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে কমনওয়েলথের পতাকা ও ব্যান্ড ভারতের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ২০৩০ সালের কমনওয়েলথ গেমস আয়োজন করবে ভারত, তাই সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ছিল বিশেষ ভারতীয়

আবহ।

মঞ্চে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন তারকা জ্যাভলার নীরজ চোপড়া, ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থার সভাপতি পিটি উবা এবং গুজরাটের উপমুখ্যমন্ত্রী হর্ষ সংঘভি। তাঁদের হাতেই কমনওয়েলথের পতাকা তুলে দেওয়া হয়। অন্যদিকে, দেশগুলির কৃচকাওয়াজে ভারতের পতাকা বহন করেন সোনা জয়ী বক্সার

জেসমিন লামোরিয়া।

গ্লাসগোর ওভিও হাইড্রোতে অনুষ্ঠিত সমাপ্তি অনুষ্ঠান ছিল সংগীত ও সংস্কৃতির মেলবন্ধন। ভারতীয় শিল্পীদের পাশাপাশি স্কটিশ সংস্কৃতির নানা দিকও তুলে ধরা হয়। জনপ্রিয় গায়ক শঙ্কর মহাদেবন এবং ২০১৭ সালের বিশ্বসুন্দরী মানুষী ছিয়ার অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিলেন। মানুষী ছিয়ার

ভারতের সাংস্কৃতিক পর্বের সূচনা করেন। এরপর শঙ্কর মহাদেবন তাঁর জনপ্রিয় গান পরিবেশন করে দর্শকদের মুগ্ধ করেন। তাঁর সঙ্গে ছিল তাঁর দুই ছেলে। ভারতীয় সংগীতের পরিবেশনে মেতে ওঠে গোটা মঞ্চ। ভারতীয় সেতারশিল্পী ঋষভ রিথিরাম শর্মা এবং স্কটিশ বাগপাইপার রস আইনসলির যুগল পরিবেশনাও নজর কাড়ে। আতশবাজির মধ্যে তাঁদের পরিবেশনা দুই দেশের সংস্কৃতির সুন্দর মিলন তুলে ধরে।

অনুষ্ঠানে স্কটিশ ব্যান্ড সিম্পল মাইন্ডস এবং অস্ট্রেলিয়ার গায়িকা ডেল্টা গুডরেমও দর্শকদের মন জয় করেন। ডেল্টা গুডরেম তাঁর জনপ্রিয় পরিবেশনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলেন।

গ্লাসগো গেমসে ভারতের পারফরম্যান্সও ছিল উল্লেখযোগ্য। বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ খেলা না থাকলেও ভারত মোট ৩৯টি পদক জেতে। এর মধ্যে ছিল ১৩টি সোনা, ১৭টি রূপো এবং ৯টি ব্রোঞ্জ-সহ পদক তালিকায় ভারতের স্থান চতুর্থ। সংখ্যা পার্থক্যে ভারতের দীর্ঘ ইতিহাস হলেও মানুষ্য পরিস্থিতি ছিল অনেক কঠিন। ১৯৯৮ সালের পর প্রথমবার ভারতের পদক সংখ্যা ৫০-এর নিচে নেমেছে। কিন্তু গ্লাসগোতে মাত্র ১০টি খেলায় প্রতিযোগিতা হওয়ায় ভারতের সামনে চ্যালেঞ্জ ছিল অনেক বেশি। বার্মিংহাম ২০২২-এ ১৯টি খেলায় অংশ নেওয়ার সুযোগ থাকলেও এবার অর্ধেকের কাছাকাছি ইভেন্ট ছিল না। শুটিং, কুস্তি, ব্যাডমিন্টন, টেবিল টেনিস এবং হকির মতো ভারতের পদক নিশ্চিত করার বিভাগগুলো এবার বাদ পড়ে। এই পাঁচ খেলায় ভারতের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। বার্মিংহাম গেমসে এই বিভাগগুলো থেকেই এসেছিল ৩০টি পদক এবং ১৩টি সোনা। এই পরিস্থিতিতে ভারতীয় দল নতুন বিভাগে নিজেদের প্রমাণ করে। ১০টি খেলায় অংশ নিয়ে প্রতি খেলায় গড়ে ৩.৯০টি পদক জয় করে ভারত দেখি যে দিয়েছে তাদের সাফল্যের পরিচিতি আয়োজক দেশ হতে চলেছে ভারত।

সমাপ্তি অনুষ্ঠানের শেষে প্রিন্স এডওয়ার্ড আনুষ্ঠানিকভাবে গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমস ২০২৬ শেষ হওয়ার ঘোষণা করেন। এবার প্রস্ততির পালা ভারতের, কারণ ২০৩০ সালের শতবর্ষের বিশেষ কমনওয়েলথ গেমসের আয়োজক দেশ হতে চলেছে ভারত।

নিজস্ব প্রতিবেদন: গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমস ২০২৬-এ ভারত ৩৯টি পদক নিয়ে অভিযান শেষ করেছে। ১৩টি সোনা, ১৭টি রূপো এবং ৯টি ব্রোঞ্জ-সহ পদক তালিকায় ভারতের স্থান চতুর্থ। সংখ্যা পার্থক্যে ভারতের দীর্ঘ ইতিহাস হলেও মানুষ্য পরিস্থিতি ছিল অনেক কঠিন। ১৯৯৮ সালের পর প্রথমবার ভারতের পদক সংখ্যা ৫০-এর নিচে নেমেছে। কিন্তু গ্লাসগোতে মাত্র ১০টি খেলায় প্রতিযোগিতা হওয়ায় ভারতের সামনে চ্যালেঞ্জ ছিল অনেক বেশি। বার্মিংহাম ২০২২-এ ১৯টি খেলায় অংশ নেওয়ার সুযোগ থাকলেও এবার অর্ধেকের কাছাকাছি ইভেন্ট ছিল না। শুটিং, কুস্তি, ব্যাডমিন্টন, টেবিল টেনিস এবং হকির মতো ভারতের পদক নিশ্চিত করার বিভাগগুলো এবার বাদ পড়ে। এই পাঁচ খেলায় ভারতের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। বার্মিংহাম গেমসে এই বিভাগগুলো থেকেই এসেছিল ৩০টি পদক এবং ১৩টি সোনা। এই পরিস্থিতিতে ভারতীয় দল নতুন বিভাগে নিজেদের প্রমাণ করে। ১০টি খেলায় অংশ নিয়ে প্রতি খেলায় গড়ে ৩.৯০টি পদক জয় করে ভারত দেখি যে দিয়েছে তাদের সাফল্যের পরিচিতি আয়োজক দেশ হতে চলেছে ভারত।



সবচেয়ে বড় সাফল্যের জায়গা। ১৪ সদস্যের বক্সিং দল ১০টি পদক জেতে। এর মধ্যে ৭টি সোনা এবং ৩টি রূপো। প্রীতি পাওয়ার, জেসমিন লামোরিয়া, সান্ধী চৌধুরী, প্রিয়া ঘাংঘাস এবং অরুন্ধতী চৌধুরী মহিলাদের বিভাগে সোনা জেতেন। গুরুষদের বিভাগে সচিন সিওয়াচ ও অক্ষুশ পাঙ্গালও শীর্ষে শেষ করেন। জুডোতে হর্ষ সিং এবং অমিতা দে ভারতের প্রথম কমনওয়েলথ সোনা জিতে ইতিহাস তৈরি করেন। যামিনী মৌর্য ও উম্মতি শর্মাও পদক এনে দেন। অ্যাথলেটিক্সে নীরজ চোপড়া জ্যাভলিনে রূপো জেতেন। গুলভীর সিং ১০ হাজার মিটার ও ৫ হাজার

মিটারে পদক জিতে নতুন নজির তৈরি করেন। তেজস্বিন শঙ্কর ডেকাথলনে ভারতের প্রথম পদক পান।

প্যারা অ্যাথলিটরা ৭টি পদক জিতে নিজেদের শক্তি দেখান। শর্মিলা ধনকর, দিলীপ মহাদু গাভিত এবং সোমন রানা সোনা জেতেন। ভারোত্তোলনে মীরাবাই চানু টানা তৃতীয়বার কমনওয়েলথ সোনা জিতে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেন। গ্লাসগো গেমসের ৩৯টি পদক তাই শুধু সংখ্যা হিসেবে নয়। সীমাবদ্ধতার মধ্যেও নতুন খেলায় সাফল্য পাওয়ার মাধ্যমে ভারত বিশ্বব্যাপ্তর জন্য নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলেছে।

